এক নজরে ঈমান

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আলহ্ ও তাঁর রছুলের উপর এবং যে কিতাব তাঁর রছুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর উপর এবং সেই কিতাবের উপর যা তার পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে অস্বীকার করবে আলহ্কে, ফিরিস্তাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে, তাঁর রসুলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে তবে সে নিশ্চয় পতিত হবে ভীষণ বিভ্রান্তিতে (সুরা নিসা–১৩৬)

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে। ইসলামী পরিভাষায় মৌখিক স্বীকারে, অন্তরের বিশ্বাসে এবং কাজে পরিণত করাকে ঈমান বলে। ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে একমাত্র ঈমানই সর্ব প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা ছাড়া আলহ্ তায়ালার সাথে বান্দার দাসত্বের কোন পরিচয়ই হয় না এবং তাহার কোন আমল কবুল হয় না। অর্থাৎ আখেরাতে কোন নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ জাহান্নাম থেকে মুক্তি, জান্নাত প্রাপ্তি ও আলাহর সন্তুষ্টি হাসিল হবে না। হুজুর (ছঃ) ইরশাদ ফরমান ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রহিয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে ৭৭ টি শাখা। তম্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হইল লা–ইলাহা ইলালহ্ পড়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হইল রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তুকে হটাইয়া দেওয়া এবং লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ।

ঈমানের ৭৭টি শাখার বিস্তারিত বিবরণঃ

মোহাদ্দেছীনগণ ঈমান সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনটি জিনিস একত্রে পাওয়া যাওয়ার নামই ঈমান।

(১) সমস্ত বিষয়ের প্রতি অন্তরের সহিত বিশ্বস স্থাপন করা। (২) মুখে স্বীকার করা। (৩) শরীরের দ্বারা আমল করা। প্রথম বিষয়টি মধ্যে সমস্ত মুছলমানী অধ্যায় শামেল রহিয়াছে, উহা ত্রিশ প্রকারঃ

১) আলহ্ পাকের উপর ঈমান আনা, ইহার মধ্যে আলাহর জাতও ছেফাত অর্থাৎ গুণাবলী সব কিছুই শামেল। এই ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস রাাখিতে হইবে যে, তিনি এক অদ্বিতীয়। তাহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কোন তুলনাও নাই। ২) একমাত্র আলাহই চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী, তিনি ব্যতীত সব কিছুই তাঁহার সৃষ্ট মাখলুক। ৩) ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। ৪) আছমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা। ৫) আলাহর প্রেরিত পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমান আনা। ৬) তক্বদীরের উপর বিশ্বাস করা যে, ভাল মন্দ সবকিছু আলাহর তরফ হইতে হয়। ৭) ক্বেয়ামতের উপর বিশ্বাস করা যাহার মধ্যে কবরের ছওয়াল জওয়াব, কবর আজাব, মৃত্যুর পর আবার জিন্দা হওয়া, হিসাব নিকাশ মিজান, পুলছেরাত ইত্যাদি সব কিছু শামিল। ৮) বেহেশতের উপর বিশ্বাস ও এক্বীন করা যে আলাহর বিশ্বাসী বান্দাগণ অনন্তকাল সেখানে থাকিবেন। ৯) জাহান্নামের উপর এক্বীন করা যে, উহা কঠিন আজাবে পরিপূর্ণ এবং উহা চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। ১০) আলহ্ পাকের সহিত মহব্বত রাখা। ১১) কাহরও সহিত আলাহর জন্যই মহব্বত রাখা এবং আলাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাহারও সহিত দুশমনী রাখা। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিশেষত: আনছার ও মোহাজেরীন এবং নবীয়ে করীম (ছঃ) এর বংশধরদের প্রতি মহব্বত রাখাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১২) হুজুরে পাক (ছঃ) এর সহিত মহব্বত রাখা যাাহার মধ্যে হুজুরের সম্মান তাঁহার উপর দরূদ পড়া ও তাঁহার ছুন্নতের অনুসরণ করাও শামিল রহিয়াছে। ১৩) এখলাছ অর্থাৎ রিয়াকারী ও মোনাফেকী হইতে বাঁচিয়া থাকা। ১৪) তওবা, অর্থাৎ কৃত কর্মের উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া ভবিষ্যতে গোনাহ না করিবার সংকল্প করা। ১৫) আলহ্কে ভয় করা। ১৬) আলাহর রহমতের আশা করা। ১৭) আলাহর রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া। ১৮) আলাহর শুকরিয়া আদায় করা। ১৯) ওয়াদা পূর্ণ করা। ২০) ছবর করা। ২১) বিনয় নম্রতা, বড়দের প্রতি সম্মানও উহার অন্তর্ভুক্ত। ২২) স্নেহ ও মমতা, ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ২৩) তক্বদীরের উপর রাজী থাক। ২৪) তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আলাহর উপর ভরসা রাখা। ২৫) আত্ম প্রশংসা ত্যাগ করা। এছলাহে নফ্ছও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ২৬) হিংসা বিদ্বেষ না রাখা। ২৭) আইনী নামক গ্রন্থে এই নম্বর বাদ রহিয়াছে, আমার ধারণা মতে এখানে লজ্জা হইবে। ২৮) রাগ না করা।

২৯) ধোকাবাজী না করা, কাহারও প্রতি কুধারণা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩০) দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলা। ধনসম্পদ ও মান ইজ্জতের লিপ্সাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আলামা আইনী বলেন, উলেখিত জিনিসসমূহ অন্তরের আমলের মধ্যে শামিল। বাহ্যিক নজরে কোনটা বাহিরের মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা দিলেরই আমল।

জবানের আমল সাত প্রকারঃ ১) কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়া। ২) কুর-আনে পাক তেলাওয়াত করা। ৩) এলমে দ্বীন শিক্ষা করা। ৪) এলেম অন্যকে শিক্ষা দেওয়া। ৫) দোয়া করা। ৬) আলাহর জিকির করা, এস্তেগফার ইহার অন্তর্ভূক্ত। ৭) লা ইয়ানী অর্থাৎ অনর্থক কথা হইতে বাঁচিয়া থাকা।

শারীরিক আমল চলিশ প্রকারঃ উহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ নিজের সহিত সম্পর্কযুক্ত, উহা ১৬ প্রকার–

প্রথমভাগঃ ১) পবিত্রতা হাছেল করা, ইহাতে শারীরিক পবিত্রতা, অর্থাৎ অজু গোছল, হয়েজ, নেফাছ ও নাপাকী হইতে পাক হওয়া এবং কাপড় চোপড় পবিত্র রাখা, ঘর দরজা ইত্যাদি পবিত্র রাখাও ইহার শামিল। ২) নামাজের পাবন্দী করা। ফরজ, নফল, আদা, ক্বাজা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩) ছদকা, জাকাত, ফিতরা, দান খয়রাত মানুষকে খানা খাওয়ান, মেহমানদারী করা, গোলাম আজাদ করা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৪) রোজা রাখা, ফরজ হউক বা নফল হউক। ৫) হজ্ব করা ইহাতে ফরজ হজ্ব, নফল হজ্ব, ওমরা করা ও তাওয়াফ করা শামিল। ৬) এতেকাফ করা, শবেক্বদর তালাশ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৭) দ্বীনের হেফাজতের জন্য বাড়ী ঘর ত্যাগ করা, হিজরতও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৮) মানত পুরা করা। ৯) কছমের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ১০) কোন কাফ্ফারা থাকিলে তাহা আদায় করা। ১১) নামাজের বাহিরে ছতর ঢকিয়া রাখা। ১২) কোরবানী করা, কোরবানীর জানোয়ার সম্বন্ধে খবর দেওয়া। ১৩) জানাজা ও উহার যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করা। ১৪) কর্জ পরিশোধ করা। ১৫) লেনদেনে সততা রক্ষা করা, সুদ হইতে বাঁচিয়া থাকা। ১৬) সত্য কথার সাক্ষ্য দান করা, উহাকে গোপন না করা।

দ্বিতীয় ভাগঃ ১) বিবাহের দ্বারা হারাম কাজ হইতে আত্মরক্ষা করা। ২) পরিবার পরিজনের হক্ব আদায় করা। চাকর নওকরের দাবী দাওয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩) মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা, নম্র ব্যবহার করা। ৪) সন্তান–সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ৫) আত্মীয়–স্বজনের প্রতি সম্পর্ক রাখা ও দয়া করা। ৬) উপর ওয়ালার অনুগত থাকা।

তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষের হক্ব। উহা আঠার ভাগে বিভক্তঃ ১) ন্যায় বিচারের সহিত রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ২) হক্কানী জমাতের সহযোগিতা করা। ৩) শরীয়ত বিরোধী কোন হুকুম না হইলে শাসন কর্তাদের অনুসরণ করা। ৪) পারস্পরিক বিষয়সমূহের সংশোধন করা। জালেমদেরকে শাস্তি দেওয়া ও বিদ্রোহীদের সহিত জেহাদ করা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৫) নেক কাজে অন্যের সাহায্য করা। ৬) সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, তাবলীগ ও ওয়াজ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৭) জেহাদ করা; সীমান্ত রক্ষা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৮) হক্ব কায়েম করা। ৯) আমানত আদায় করা, গণিমতের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করাও ইহাও অন্তর্ভুক্ত। ১০) কর্জ দেওয়া ও আদায় করা। ১১) প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করা ও সম্মান করা। ১২) লেনদেন যথাযথভাবে পালন করা, বৈধ উপায়ে ধন–সম্পদ উপার্জন করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৩) মাল দৌলত যথাস্থানে খরচ করা, অপব্যায় ও কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৪) ছালাম করা ও উহার জওয়াব দেওয়া। ১৫) যে হাঁচি দেয় তাহাকে ইয়ারহামুকালহ্ বলা। ১৬) নিজের ক্ষতি ও কষ্ট হইতে দুনিয়াকে রক্ষা করা। ১৭) খেল তামাশা হইতে বাঁচিয়া থাকা। ১৮) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু দুর করা। এই হইল ঈমানে মোট ৭৮টি শাখা। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, সংক্ষিপ্তভাবে ঈমানের সমস্ত শাখা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ চিন্তা করিলে যদি দেখিতে পায় যে, তাহার মধ্যে এইসব পাওয়া যায় তবে আলাহর শোকর গুজারী করিবে। কেননা একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই নেক কাজে তওফীক হইয়া থাকে। আর যাহার মধ্যে কিছুটা অভাব রহিয়াছে সে তাহা হাছেল করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। আলাহর দরবারে পূর্ণ ঈমান হাছেল হওয়ার জন্য তওফীক কামনা করিতে হইবে।